



36387 - কেরবানীর একটি পশু কয়জনরে পক্ষ থেকে বধে হবে?

প্রশ্ন

আমি, আমার স্ত্রী ও সন্তানরা সহ পরিবারের সদস্য আটজন। আমাদের জন্য কি একটি কেরবানীর পশু যথেষ্ট হবে? নাকি প্রত্যেকের পক্ষ থেকে একটি পশু কেরবানী দিতে হবে? যদি একটি পশু যথেষ্ট হয় তাহলে আমি ও আমার প্রতিবেশী একই কেরবানীর পশুতে অংশীদার হওয়া বধে হবে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কেরবানীর পশু হিসেবে একটি মেষ ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে, তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে এবং যত মুসলমানের পক্ষ থেকে নিয়ত করে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। দলিল হচ্ছে আয়শা (রাঃ) এর হাদিস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি মেষ আনার নির্দেশে দলিলে যটির পায়ের রঙ কালো, পটেরে রঙ কালো, চোখেরে রঙ কালো। নির্দেশে অনুযায়ী কেরবানীর জন্য মেষটি আনা হল। তখন তিনি আয়শা (রাঃ) কে বললেন: হে আয়শা! তুমি ছুরটি নিয়ে আস (অর্থাৎ আমাকে ছুরটি দাও)। তিনি ছুরটি নিয়ে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুরটি এবং মেষটিকেও নলিলেন। এরপর মেষটিকে শূইয়ে দিয়ে জবাই করলেন (অর্থাৎ জবাই করার প্রস্তুতি নলিলেন)। এরপর বললেন: বসিমিল্লাহ, হে আল্লাহ! এটি মুহাম্মদের পক্ষ থেকে, মুহাম্মদের পরিবারের পক্ষ থেকে এবং উম্মতের মুহাম্মদীর পক্ষ থেকে কবুল করুন। অতঃপর তিনি সে মেষটি কেরবানী করলেন। [সহিহ মুসলিম]

ব্যাকটেরে ভেতরের অংশটুকু ব্যাখ্যা; মূল হাদিসের অংশ নয়।

আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় একজন ব্যক্তি একটি ছাগল দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে ও নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে কেরবানী দিত। নিজেরো খতে এবং অন্যদেরকেও খাওয়াত।” [সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে তিরমিযি; তিরমিযি হাদিসটিকে ‘সহিহ’ বলছেন। আলবানী সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে (১২১৬) হাদিসটিকে ‘সহিহ’ আখ্যায়িত করছেন]

অতএব, কোন লোক যদি একটি ছাগল কিংবা একটি ভেড়া দিয়ে কেরবানী দেয় তাহলে সেটা তার নিজের পক্ষ থেকে, তার

পরবারের মৃত বা জীবতি যত সদস্যদের পক্ষ থেকে নিয়ত করে সকলের পক্ষ থেকে জায়গে হবে। যদি আমভাবে বা খাসভাবে কোন নিয়ত না করে তাহলে ‘আহলে বাইত’ বা পরবার বলতে মানুষের ব্যবহারে যাদেরকে বুঝায় কথিবা ভাষাগতভাবে যাদেরকে বুঝায় তারা সকলে এর অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথাগতভাবে ব্যক্তি যাদের ভরণপোষণ করে— স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়স্বজন তাদেরকে পরবার বলে। আভিধানিকি অর্থে পরবার বলতে ব্যক্তির সঙ্গে আত্মীয়দেরকে বুঝায় যারা তার নিজের বংশধর, তার পতির বংশধর, তার দাদার বংশধর কথিবা তার প্রপতিমহরে বংশধর।

একটি মেষে দিয়ে যাদের যাদের পক্ষ থেকে করেবানী করা জায়গে একটি উটের সপ্তমাংশ কথিবা একটি গরুর এক সপ্তমাংশ দিয়ে তাদের সবার পক্ষ থেকে করেবানী করা জায়গে। তাই, কটে যদি এক সপ্তমাংশ উট দিয়ে কথিবা এক সপ্তমাংশ গরু দিয়ে তার পক্ষ থেকে, তার পরবারের পক্ষ থেকে করেবানী দিয়ে সটো জায়গে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদরি পশুর ক্ষতেরে এক সপ্তমাংশ উট ও এক সপ্তমাংশ গরুকে একটি ছাগলের স্থলাভিষিক্ত করছেন। অনুরূপ বধিান করেবানীর ক্ষতেরেও প্রযোজ্য হবে। যহেতে এক্ষতেরে করেবানী ও হাদরি মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

দুই:

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি মেষে ক্রয়ে অংশীদার হয়ে সবার পক্ষ থেকে করেবানী দোয়া জায়গে নয়। কেননা কুরআন-সুন্নাতে এই মর্ম্মে কিছু উদ্ধৃত হয়নি। অনুরূপভাবে আট বা ততোধিক ব্যক্তি একটি উট কথিবা একটি গরুতে অংশীদার হওয়া জায়গে নাই (তবে সাতজনরে একটি উটে কথিবা গরুতে অংশীদার হওয়া জায়গে আছে)। কেননা ইবাদতগুলো তাওকফিয়্যা (দলিলের সীমায় বধিান সীমাবদ্ধ এমন)। এগুলোর ক্ষতেরে নির্ধারণি সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না; সটো সংখ্যাগত সীমা হোক কথিবা পদ্ধতগিত সীমা হোক। তবে, সওয়াবের ক্ষতেরে অংশীদার করা যতে পারে। যমেন সওয়াবের ক্ষতেরে অগণতি মানুষকে অংশীদার করার কথা উল্লেখ আছে।